সংবাদ

22 AUG 2016

ভর্তি পরীক্ষার শর্ত পূরণ না হওয়ায়

দশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে এক কোটি টাকা করে জরিমানা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই জরিমানার অর্থের অর্ধেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং বাকি অর্ধেক কিডনি ফাউন্ডেশন ও লিভার ফাউন্ডেশনকে দিতে বলা হয়েছে।

গতকাল প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের শর্ত পূরণ না হওয়ার পরও ১৫৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করায় ওই কলেজগুলোকে এই জরিমানা করা হয়। আদালতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী এ এফ এম মেসবাহ উদ্দিন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাসুদ রেজা সোবহান। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী সাইফুল করিম। শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী আবদুল বাসেত মজুমদার ও এ জে মোহাম্মদ আলী।

কলেজগুলো হলো এম এইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজ, সিটি মেডিকেল কলেজ, নাইট এঙ্গেল মেডিকেল কলেজ, জয়নুল হক শিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ইস্ট-ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ, তাইরুন নেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ, আইচ মেডিকেল কলেজ, কেয়ার মেডিকেল কলেজ ও আশিয়ান মেডিকেল কলেজ।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী, প্রাপ্ত অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থায়ী সঞ্চয় (ফিক্সড ডিপোজিট) করবে। এই সঞ্চয় থেকে পাওয়া মুনাফা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি হিসেবে দেবে কোটি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

কোটি : টাকা জরিমানা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অর্থের ওপর ভ্যাট আরোপ না করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জরিমানার বাকি অর্ধেক অর্থ ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন ও কিডনি ফাউন্ডেশনে জমা করতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। জরিমানার অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে কলেজগুলোকে ১৫৩ শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিতে বলেছেন আদালত। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে কলেজগুলো ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না বলে আদালত জানিয়ে দিয়েছেন। আদালত বলেছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি তদারক করবে।

মামলার বিবরণীতে জানা যায়, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নম্বর প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। একইরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। তবে ওই শর্ত পূরণ না হওয়ার পরও ১৫৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে ১০টি মেডিকেল কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই ১০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া ১৫৩ শিক্ষার্থীর প্রথম পর্বের (ফার্স্ট প্রফেশনাল এক্সামিনেশন) রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র আটকে দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৫৩ জন হাইকোর্টে রিট করেন। ওই রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে চলতি বছরের ১৩ জুন হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ রুলসহ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন। হাইকোর্ট রিট আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্র দিতে বলে। ওই আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিভ টু আপিল করে।